১৭–২২ মে ২০২৬ পর্যন্ত Baku, Azerbaijanএ অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরামের ১৩তম অধিবেশন (WUF13) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে Anacláudia Rossbach, Executive Director of UN-Habitat এর উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে, যার পর অনুষ্ঠিত হয় নিউ আরবান এজেন্ডা (NUA) মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক। বৈঠক শেষে WUE13- এর বাংলাদেশের নগর উন্নয়ন কার্যক্রম বিশ্বের নিকট উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশী স্টলের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন অতিরিক্ত সচিব মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল, প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ মোঃ আশরাফুল ইসলাম এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি মোঃ আসিফুর রহমান ভূঁইয়া। প্রতিনিধিদলটি Malaysia, Thailandএবং Indonesia সহ ৫৫টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে টেকসই , অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহনশীল ও মানবকেন্দ্রিক নগর গঠনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।

২০১৬ সালে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত UN-Habitat নিউ আরবান এজেন্ডা আজও বৈশ্বিক নগর উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বক্তব্য প্রদানকালে প্রতিনিধিদল পরিকল্পিত নগরায়ন , সাশ্রয়ী আবাসন এবং জলবায়ু সহনশীল উন্নয়নে বাংলাদেশের চলমান উদ্যোগসমূহ তুলে ধরে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রাধিকারসমূহ ছিলঃ

পরিকল্পিত নগরায়ন ও আঞ্চলিক উন্নয়ন
বাংলাদেশ নতুন প্রণীত স্পেশিয়াল প্ল্যানিং অ্যাক্টের মাধ্যমে পরিকল্পিত নগর প্রবৃদ্ধি এবং সারা দেশে জনসংখ্যা ও সম্পদের সুষম বন্টনের ওপর গুরুত্বারোপ করে। পূর্বাচল নিউ টাউন, ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প এবং উত্তরা ৩য় পর্যায়ের মতো উদ্যোগসমূহ ঢাকার ওপর চাপ কমিয়ে আধুনিক ও সেবাসম্পন্ন নগর গড়ে তুলতে সহায়তা করছে।

সাশ্রয়ী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আবাসন
“সবার জন্য আবাসন” বাংলাদেশের নগর নীতির অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। সরকার টঙ্গী দত্তপাড়া ও কড়াইল বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে। পাশাপাশি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন উন্নয়নে উৎসাহ দিতে Floor Area Ratio (FAR) প্রণোদনার কথাও উল্লেখ করা হয়।

জলবায়ু সহনশীলতা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ
বাংলাদেশ জলবায়ু সহনশীল নগর পরিকল্পনা , গণআবাসন কর্মসূচি , টেকসই অবকাঠামো এবং পরিবেশবান্ধব নির্মাণ উদ্যোগের প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। পুরান ঢাকা পুনরুজ্জীবন প্রকল্পকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বসবাসযোগ্যতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে তুলে ধরা হয়।

টেকসই নগর উন্নয়নে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব

বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক আবাসন, নগর সহনশীলতা ও টেকসই উন্নয়নে UN-Habitat, World Bank, UNOPS এবং UNESCAP-এর অব্যাহত সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কক্সবাজারে ভূমিধস ও ভূমি অবনমন মোকাবিলায় চলমান উদ্যোগগুলোর কথাও উল্লেখ করা হয়।

UN-Habitat Regional Office for Asia and the Pacific (ROAP) মাল্টি-কান্ট্রি অফিস (MCO) এবং UN-Habitat Bangladesh Country Office যৌথভাবে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে টেকসই নগর উন্নয়নে সহায়তা করতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করে। WUF13-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলকে UNEP এবং UNOPS-ও সহযোগিতা প্রদান করছে।